উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ৪
সংখ্যা ৩
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৫

ঘাসফুল বার্তা

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিনিধি'র ঘাসফুলের কার্যক্রম পরিদর্শন

বিগত ২২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংক মাইক্রোফাইন্যান্স রিসার্চ এন্ড রেফারেন্স ইউনিট (এমআরআরইউ) এর যুগ্ম পরিচালক লীলা রশীদ বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠন ঘাসফুলের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় তাঁকে মাল্টিমিডিয়া'র মাধ্যমে ঘাসফুলের বাস্তবায়িত ক্ষুদ্রঋণসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গভর্নেন্স ও এডভোকেসি কার্যক্রম সর্ম্পকে অবহিত করা হয়। তিনি উপস্থিত উপকারভোগী সদস্যদের জীবন জীবিকার খোঁজ খবর নেন এবং চলমান কার্যপ্রণালী দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ঘাসফুলের

উপস্থিত উপকারভোগী সদস্যদের সাথে কথা বলছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্ম পরিচালক লীলা রশীদ।

নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী ও লাইভলীহুড বিভাগের কোঅর্ডিনেটর সাখাওয়াত হোসেন মজুমদার তাঁর বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। পরিদর্শন কালীন সময়ে ঘাসফুলের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ তাঁকে সার্বিক সহযোগিতা করেন। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ব্যাংক কতৃক প্রথম বারের মত প্রকাশিত NGO-MFI in Bangladesh Volume-1, 2004 এর হিসাব মতে দেশের ৫৪৪টি এনজিও'র মধ্যে সঞ্চয়ের দিক থেকে ঘাসফুল ২০তম স্থান দখল করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে।

ঘাসফুল ও বিসিসিপি'র যৌথ উদ্যোগে
কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা কার্যক্রম শুরু

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল দীর্ঘদিন যাবৎ চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ঘাসফুল John Hopkins University এর কারিগরী ও USAID এর অর্থায়নে Bangladesh Center for Communication Programs (BCCP) এর সহযোগিতায় কিশোর-কিশোরী প্রজনন স্বাস্থ্য কার্যক্রম চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৯ ও ১০ নং ওয়ার্ডে বাস্তবায়ন করছে। প্রসঙ্গত বলা যায়, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৩ ভাগ কিশোর-কিশোরী। কিশোর কিশোরীদের "বয়ঃসন্ধিকালীন" সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ের সাধারণ স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, সামাজিক রীতি-নীতি, অধিকার, মূল্যবোধ, শিক্ষা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়

কর্মশালায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের দলীয় কার্যক্রম।

ওলো অর্ন্তভূক্ত রয়েছে এ কার্যক্রমে। এ লক্ষ্যে গত ১৪ সেপ্টেম্বর ARH (Adolecsent Reproductive Health) প্রকল্পের আওতায় কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক এক কর্মশালা কাট্টলীস্থ মেহফিল কমিউনিটি সেন্টারে সম্পন্ন হয়। সারা দিন ব্যাপী চলমান এ কর্মশালায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন- এর ১ জন করে প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি ৪ জন, বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকার ৭ জন সাংবাদিক, শিক্ষক সহ বিভিন্ন পেশার মোট ৫৬ জন অংশগ্রহণ করেন। এ কর্মশালায় সমন্বয়কের দায়িত্বপালন করেন সহযোগী সংস্থা বিসিসিপি'র সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মেহের আফরোজ। এ কর্মশালার উদ্দেশ্য হচ্ছে কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য ও কর্মসূচী পর্যালোচনা।

(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঘাসফুলের শিশু অধিকার সপ্তাহ'০৫ উদযাপন

শিশু অধিকার সপ্তাহ'০৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রতিবছর ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, দিবস পালন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "সুস্বাস্থ্য, সুশিক্ষা, নিরাপদ পরিবেশ, বাড়বে শিশু গড়বে দেশ"। ঘাসফুল

পুরস্কার নিচ্ছে ঘাসফুল সুইপার কলোনী স্কুলের ছাত্র অভিরাম দাশ

প্রতিবারের ন্যায় এবারও শিশু অধিকার সপ্তাহ'০৫ উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচীর আয়োজন করে। এ উপলক্ষ্যে ২৯ সেপ্টেম্বর আয়োজিত র‍্যালি ও চিত্রাংকন প্রতিযোপিতায় চট্টগ্রামের ১০টি বেসরকারী সংগঠন অংশগ্রহণ করে। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় ঘাসফুল সুইপার কলোনী NFPE স্কুলের ছাত্র

(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবসের অনুষ্ঠানে ঘাসফুল স্কুলের শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব

আর্ন্তজাতিক স্বাক্ষরতা দিবস'০৫ উপলক্ষ্যে গত ৮ সেপ্টেম্বর জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা কোডেক আয়োজিত চিত্রাংকন, পঠন ও লিখন প্রতিযোগিতায় ঘাসফুল NFPE স্কুলের ৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

স্বাক্ষরতা দিবসের অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত ঘাসফুল স্কুলের দুই জন শিক্ষার্থী

(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঘাসফুলের উদ্যোগে এইডস অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৯ আগষ্ট, ০৫ বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠন ঘাসফুল কর্তৃক আয়োজিত পটিয়া উপজেলার লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এইচআইভি / এইডস বিষয়ে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মানিক কিশোর মালাকার। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যবস্থাপক বেদৌরা বেগম, মেডিকেল অফিসার ডাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ। স্বাগত বক্তব্যে বেদৌরা বেগম সংস্থার কার্যক্রম ও এইচআইভি এইডস সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেন। ডাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস এইচআইভি /এইডস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সভা শেষে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের অবহিতকরণ পরবর্তী মূল্যায়ণ করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি মানিক কিশোর মালাকার ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'এইড্স সম্পর্কে আমাদের সকলের সচেতন হতে হবে এবং অপরকে সচেতন করতে হবে। কারণ এই রোগের কোন প্রতিষেধক নেই কিন্তু সচেতনতা অবলম্বন করলে আমরা এই রোগ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারি।' পরিশেষে তিনি এইচআইভি / এইডস সম্পর্কিত অবহিতকরণ সভা আয়োজন করায় ঘাসফুলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং ভবিষ্যতে অত্র স্কুলে এ ধরণের আরো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানান।

সভায় বক্তব্য রাখছেন লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মানিক কিশোর মালাকার।

প্রভা সার্কেলের একটি মহৎকাজ

ছোটপুল এলাকার জসিমের কলোনীর প্রভা সার্কেলের অংশগ্রহণকারী স্বপ্না স্বামী এবং দুই সন্তান নিয়ে সুখেই দিনাতিপাত করছিলেন। কিন্তু এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা তাদের সুখের সংসারকে তছনছ করে দিল। গাড়ির মালিক তার চিকিৎসার কিছু ব্যয়ভার বহন করলেও আর্থের অভাবে চিকিৎসা কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। ঠিক তখনই ধ্রুবতারার মত আবির্ভূত হন প্রভা সার্কেলের স্পাউস ও অংশগ্রহণকারীগণ। তারা হালিশহর এক্সেস রোডে তার চিকিৎসার জন্য সহায়তা প্রার্থনা করেন। সাধারণ মানুষ এ ধরণের মহতি কাজে সাড়া প্রদান করেন এবং তার চিকিৎসার ব্যয়ভার মিটানোর জন্য ৫,৯৭১ টাকা সংগ্রহ করেন। কিন্তু তারপরও মৃত্যুর দুয়ার থেকে তাকে ফেরানো যায়নি। আবারও অর্থাভাবে তার লাশ দাফনে সমস্যা হওয়ায় 'ইছহাক' নামক জনৈক মহৎ ব্যক্তির সহায়তায় তার লাশ দাফন করা হয়। উক্ত লোক তার অসহায় পরিবারকে চারদিনের খাওয়ার সামগ্রী প্রদান করেন। এবং পরিবারের ভরণ পোষণের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য দুটি রিক্সা ক্রয় করে দেন। ফলে ঐ পরিবারের সদস্যদের জীবনযাপনের নূন্যতম ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। আর এ সব কিছুই সম্ভব হয়েছে প্রভা সার্কেলের অংশগ্রহণকারী, স্পাউস ও এলাকাবাসীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে।

ব্লাস্ট ভিজিটিং টীমের ঘাসফুল কর্ম এলাকা পরিদর্শন

ব্লাস্ট ডেপুটি ডাইরেক্টর সোমা ইসলাম, GKNHRIB প্রকল্পের সমন্বয়কারী উমা চৌধুরী এবং গবেষনা সহকারী আবু আলম হাসান ঘাসফুলের কর্ম এলাকা ও কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। কর্ম এলাকা পরিদর্শন কালে প্রকল্পের সহকারী সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ ভিজিটিং টীমের সাথে থেকে প্রকল্প কার্যক্রমের বিষয়ে অবহিত করেন। ভিজিটিং টিম পটিয়া উপজেলার চাপড়া, লাখেরা, কোলাগাঁও গ্রামে যান। এই সময় প্রকল্পের নিয়মিত কার্যক্রম হিসাবে চলমান উঠান বৈঠক পরিদর্শন করেন। উঠান বৈঠক হলো গ্রামের সাধারণ নারী পুরুষকে নিয়ে বিয়ে, তালাক, যৌতুক, নারীর চলাচল, সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখা, সালিশ, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ সম্পর্কে সচেতন করার একটি কার্যক্রম। যেখানে এই ইস্যুগুলির সুবিধা ও অসুবিধা ও রাষ্ট্রিয় আইনের ব্যাখা প্রদানসহ কিভাবে পরিবার ও সমাজ জীবনে মানবাধিকার লংঘিত হয় তা থেকে উত্তোরণের উপায় সম্পর্কে গ্রামের মানুষকে সচেতন করা হয়। সচেতনতার পাশাপাশি বিশেষ করে তাদেরকে বিনা মূল্যে আইন সহায়তা ও সালিশ সম্পর্কে অবগত করানো হয়। এই উঠান বৈঠকে নাগরিক অধিকার কমিটি ও নারী সহায়তা গ্রুপের সদস্যসহ গ্রামের সাধারণ নারী পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। পরিদর্শকগণ অংশগ্রহনকারীদের সাথে প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়কালে প্রকল্পের সমন্বয়কারী উমা চৌধুরী অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আপনারা এই বিষয়ে সচেতন হোন পাশাপাশি নিজের পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ আশেপাশে সবাইকে সচেতন করুন যাতে সমাজে মানবাধিকার পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তন হয়'।

প্রকল্পের নিয়মিত কার্যক্রম উঠান বৈঠক পর্যবেক্ষণ করছেন ব্লাস্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

ঘাসফুলের উদ্যোগে শিশু পাচার বিষয়ক পথ নাটক প্রদর্শন

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ ও সংবিধান প্রদত্ত শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঘাসফুল দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে। শিক্ষা ও বিনোদনমূলক বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে শিশুদের মনোসামাজিক সুরক্ষা ও উন্নয়নে প্রায় হাজারেরও অধিক শিশুকে বেড়ে উঠতে সহযোগিতা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ঘাসফুল গত ৩০শে জুলাই মোগলটুলি বাজার এলাকায় শিশু পাচার বিষয়ক পথ নাটক "কর্ণফুলী" প্রদর্শন করে, যার সহযোগীতায় ছিল বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম এবং আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে টিডিএইচ নেদারল্যান্ড। ঘাসফুলের পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা কিশোর-কিশোরী মমতাজ, তাসলিমা, মনি, লাকি, সোনিয়া, সুমি, খুশি, কুসুম, নিপা, আয়েমা, মালা ও মুনমুন নাটকটিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে। কমিউনিটিতে পাচার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই ছিল নাটক প্রদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এর সাথে শিশুদের পাচারকারীরা কিভাবে অপহরণ করে, কোথায় পাচার করে এবং পাচার পরবর্তী সময়ে কি কি কাজে ব্যবহার করে তা এই নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। সেই সাথে পাচারকারীদের হাত থেকে শিশুদের সুরক্ষার জন্য এবং এই অপরাধের শাস্তির জন্য রাষ্ট্রীয় আইনসমূহ এই নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। ঘাসফুলের উদ্যোগে আয়োজিত এই পথ নাটক মানুষকে সচেতন করবে এবং শিশু পাচার রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে উপস্থিত দর্শকরা মনে করেন। তারা আরও মনে করেন এই ধরণের নাটক প্রদর্শনী কমিউনিটিতে আরো বেশি বেশি করা দরকার।

শিশু পাচার বিষয়ক নাটক কর্ণফুলীর প্রদর্শন কার্যক্রমের একাংশ।

জন্ম নিবন্ধন শিশুর নাগরিক জীবনের প্রথম সোপান।

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ৪, সংখ্যা ৩, জুলাই-সেপ্টেম্বর'০৫

পবিত্র কোরআনের বাণী

নিশ্চয়, আসমান সকল ও যমিনের মধ্যে মোমেনগণের জন্য অবশ্য নিদর্শন সকল রহিয়াছে।

- সুরা জাসিয়া, আয়াত : ৪৫

আসুন শিশু অধিকার রক্ষায় সম্মিলিতভাবে কাজ করি

শিশুরা হচ্ছে জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। আজকের যে শিশু আগামীতে সেই জাতিকে নেতৃত্ব দিবে। শিশুরা কোমল, নিষ্পাপ এবং অবশ্যই বড়দের স্নেহের দাবীদার। আর দেশের মোট জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ হচ্ছে শিশু। তাই জনগোষ্ঠীর এ বিশাল অংশের অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন একান্ত জরুরী। আমরা প্রতিবছর ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন করে থাকি। শিশুদের বিভিন্ন মৌলিক অধিকার (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা) রক্ষা করা হচ্ছে এ সপ্তাহ পালনের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু আসলেই কি শিশুরা এ সমস্ত মৌলিক অধিকার যথাযথভাবে ভোগ করতে পারছে? বাধ্যতামূলক শিশু শ্রম, শিশু নির্যাতন, যৌন হয়রানি, নিপীড়ন, ভিক্ষাবৃত্তি এবং মরণব্যাধি এইডস-এ আক্রান্ত হচ্ছে কোমলমতি শিশুরা। আবার, বর্তমানে আমাদের দেশের শিশুর সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৬ কোটি। দেশের এ বিরাট জনগোষ্ঠীর যদি সুষ্ঠু বিকাশের পরিবেশ আমরা নিশ্চিত করতে না পারি, তাহলে জাতির বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হবে না। নিজের ইচ্ছায় না হলেও দারিদ্র্য শিশুকে বাধ্য করছে কায়িক পরিশ্রমের দিকে। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, ৭ থেকে ১০ বছর বয়সের স্কুল গামী শিশুর সংখ্যা ব্যাপক হারে বাড়ছে। যে বয়সে স্কুলে যাবার কথা সে বয়সে শিশুরা কাজ করছে ওয়ার্কশপে, রিক্সা-ভ্যান চালানো, ইট পাথর ভাঙানো, ওয়েল্ডিং প্রভৃতি জায়গায়। আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে শিশু অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন আইন/বিধি, সনদ প্রণীত হয়েছে। শিশু অধিকার রক্ষায় সবচেয়ে বড় দলিল হচ্ছে 'জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ'। এ সনদ ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয় এবং ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বরে তা আন্তর্জাতিক আইনের একটি অংশে পরিণত হয়। জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত প্রায় সবকটি দেশই এ চুক্তিটি স্বাক্ষর ও অনুমোদন করে। প্রথম যে সব দেশ এই চুক্তি স্বাক্ষর ও অনুমোদন করে তন্মধ্যে বাংলাদেশ একটি। এ সনদ অনুযায়ী ১৮ বৎসরের নিচে সকল মানব সন্তানই শিশু। কিন্তু বাংলাদেশে সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবার মত শিশুর কোন একক সংজ্ঞা নেই। জাতীয় শিশু নীতিতে কেবল ১৪ বছরের কম বয়সীদের শিশু ধরা হয়েছে। তাই শিশুর সংজ্ঞা প্রদান নিয়ে বিস্তর শিশু অধিকার সুরক্ষার ব্যাপারে আমাদের প্রচেষ্টা সমূহকে প্রশ্নবিদ্ধ করে রাখছে। পাশাপাশি দেশে শিশু অধিকার আইন থাকা সত্ত্বেও তা লংঘিত হচ্ছে বারবার। ফলে একদিকে শিশুরা যেমন অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে, তেমনি অপরদিকে দেশের জন্য দক্ষ জনবল গড়ে না উঠায় ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে এ বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য। আর সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে শিশু অধিকার সুরক্ষায় কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে, এ কথা যেমন ঠিক, তেমনিভাবে শিশু অধিকার নিয়ে এ সমস্ত কার্যক্রম যে পর্যাপ্ত নয় এটাও ঠিক। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম, ইউনিসেফসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বহু বেসরকারী সংগঠন শিশু অধিকার বাস্তবায়নে কাজ করছে। তাই, আমরা আশা করি, পৃথিবীব্যাপী শিশু শ্রম বন্ধ হবে এবং জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম, লিঙ্গ, বর্ণ, নির্বিশেষে আমরা সকলের সম্মিলিত উদ্যোগে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে।

নি ব ন্ধ

জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ'২০০৫

মো: সাখাওয়াৎ হোসেন মজুমদার (কো-অর্ডিনেটর, ঘাসফুল)

সারা বিশ্বে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের উদ্ভাবক হিসেবে বাংলাদেশ স্বীকৃত। তাই বাংলাদেশের একজন নাগরিক হয়ে আমরা গর্বিত। জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান বিশ্বের অতি দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত জনসংখ্যা ২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনার সহস্রাব্দের লক্ষ্য অর্জনে ব্যবহার যোগ্য উন্নয়ন কর্মকান্ডের অখন্ড অংশ হিসেবে ক্ষুদ্র ঋণকে আখ্যায়িত করেছেন। জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্র ঋণ বর্ষ ২০০৫ উপলক্ষে বিশ্ব ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুছ সর্ব প্রথম চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামে পরিচালিত পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্রের জন্য টেকসই ঋন কার্যক্রমের মুখ্য বৈশিষ্ট্য সমূহকে চিহ্নিত করেন এবং সত্তরের দশকে এ কার্যক্রমকে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় "গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প" নামে সম্প্রসারিত করেন যা পরবর্তীতে আশির দশকে তার নেতৃত্বে বিশ্বখ্যাত গ্রামীণ ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের নেটওয়ার্কিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে ক্রেডিট ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (CDF) ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ক তথ্য প্রকাশ করে থাকে। CDFএর পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট বিতরণকৃত ক্ষুদ্রঋণের ৪৫% ও ৩০% যথাক্রমে ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিবহন এবং কৃষিখাতে বিনিয়োজিত হয়েছে। ১৯৮০ এর দশকে ক্ষুদ্রঋণের প্রারম্ভিক প্রসারকালে মৎস্য ও পোল্ট্রির মত সনাতন খাত সমূহ ছিল দরিদ্রদের আত্ম-কর্মসংস্থানের প্রধান ক্ষেত্র। বর্তমান ক্ষুদ্র ব্যবসা, পরিবহন এ সংক্রান্ত প্রধান কর্মক্ষেত্র হিসেবে পরিগনিত হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জাতীয় আয়ের কাঠামোতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। এ সময়ে অভ্যন্তরীণ জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান ৫০% থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ২৪% -এ। অপরদিকে সেবা খাতের অবদান ৩৪% হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৫০% এ দাঁড়িয়েছে। জাতীয় আয়ের কৃষি হতে বিগত বৎসরগুলোতে ক্ষুদ্রঋণের সরবরাহ অব্যাহত বৃদ্ধি ব্যাপক সংখ্যক দরিদ্রদের শহর ও গ্রামে ক্ষুদ্র ব্যবসাসহ বিভিন্ন সেবাখাতে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ডের অংশগ্রহণ সহায়ক হয়েছে। বর্তমানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগণ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে এরূপ দেশ এবং উন্নয়নমূখী আন্তর্জাতিক সংস্থার (বহু পাক্ষিক, দ্বি-পাক্ষিক ও বেসরকারী) সংখ্যা বিরল যারা ক্ষুদ্রঋণের প্রসারকে অগ্রসর করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত নয়। আশা করা যাচ্ছে ২০০৫ সনের মধ্যে সারা বিশ্বের ১০ কোটি অতি দরিদ্র পরিবার ক্ষুদ্রঋণ সেবার আওতায় আসবে। এতে বিশ্বের ১১০কোটি অতি দরিদ্রদের মধ্যে ৫০ কোটি সরাসরি উপকৃত হবে। "জাতিসংঘ মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ" (MDGs), বিশেষত : ২০১৫ সনের মধ্যে বিদ্যমান অতি দরিদ্রের মাত্রা অর্ধাংশে কমিয়ে আনার লক্ষ্য অর্জনে উন্নয়নকামী গোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ক্ষুদ্রঋণের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে জাতিসংঘ ২০০৫ সনকে "জাতিসংঘ ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ" হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে।

মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য ৫টি মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ ২০০৫ পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এর উদ্দেশ্যগুলো হলো :

১. MDG অর্জনে ক্ষুদ্রঅর্থায়ন ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অংশগ্রহণকে মূল্যায়ন ও উৎসাহিত করা।

২. ক্ষুদ্রঅর্থায়ণ ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সমীকরণ হিসেবে বিবেচনা করে জনমত গঠন করা এবং উপলব্ধি করা।

৩. সংশ্লিষ্ট আর্থিক খাতসমূহের প্রসার করা।

৪. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবা স্থায়িত্বের টেকসই উন্নয়নের মূল্যায়নকে সমর্থন করা। আর্থিক সেবাসমূহের টেকসই মূল্যায়নে সহযোগিতা করা।

৫. ক্ষুদ্রঋণ ও ক্ষুদ্র কার্যক্রমের সফলতা এবং অর্জনকে প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের প্রসার এবং ধারণাগত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নতুন অংশীদার এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহ প্রদান করা।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাংলাদেশের হত দরিদ্রদের দরিদ্রসীমার উপরে আসার পথকে সুগম করেছে তাই বাংলাদেশে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ ২০০৫ উদযাপন বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও যথারীতি পালন করেছে। তন্মধ্যে রয়েছে :

জাতীয়ভাবে ১৫ জানুয়ারী ২০০৫ খৃষ্টাব্দ তারিখে "জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ ২০০৫" উদ্বোধন। এটি বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করার পাশাপাশি এতদবিষয়ক স্মারক ডাক টিকেট অবমুক্ত করেন।

জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ ২০০৫ উদ্‌যাপন বিষয়ক, পোষ্টার, লিফলেট, ষ্টিকার প্রকাশ ও বিলি করা হবে।

এতদোপলক্ষে "State of Microcredit" শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করা হবে।

জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ ২০০৫ উদযাপনের অনুষ্ঠানের দিন জাতীয় বাংলা ও ইংরেজী পত্রিকা বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হবে। বর্ষব্যাপী জাতীয় পত্রিকাসমূহে বিশেষ বুলেটিন, রিপোর্টিং, Write-up, ফিচার নিয়মিত প্রকাশ করা হবে।

বর্ষব্যাপী উপকারভোগী ও অন্যান্য Stake-holder দের নিয়ে সভা করা হবে।

ক্ষুদ্রঋণ গ্রহিতাদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে মেলা আয়োজন করা হবে।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমভুক্ত সফল প্রতিষ্ঠান ও ক্ষুদ্রঋণ গ্রহিতাদের কর্মকান্ড প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এতদোপলক্ষে রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সকল ব্যবস্থাপক/মাঠকর্মী ও ঋণগ্রহীতাসহ অন্যান্য সফল ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্র ঋণ বর্ষ ২০০৫ সফল হউক

অন্ধকার জগৎ থেকে আলোর পথে "জয়" সার্কেলের অংশগ্রহণকারী জোসনা

সামসুন নাহার সুমী

জোসনা বেগম। বয়স ৩২ পেরিয়ে গেছে। বাড়ী মোগলটুলি এলাকার কাদের মঞ্জিলে। ১ ছেলেকে নিয়ে তার ভালোই দিন কাটছিল। কিন্তু তার সুখের সংসার বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। স্বামী তার সাথে প্রায়ই খারাপ ব্যবহার করতে থাকে। এক পর্যায়ে স্বামীর সাথে ঝগড়া করে পৃথকভাবে বাবার বাড়ীতে বসবাস করতে থাকে। বাবার বাসায় ভালোই কাটছিল তার দিনকাল। কিন্তু দুঃখে যাদের জীবন গড়া তাদের আবার সুখটা কি! কিছুদিন পর তর বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা যান। বাবা মৃত্যুতে সংসারে নেমে আসে অভাব অনটন। ফলে বেঁচে থাকার নিমিত্তে এক প্রকার বাধ্য হয়েই নেমে পড়েন অসৎ উপায়ে টাকা উপার্জনে। ২০০৫ সালে ২৩ এপ্রিল ঘাসফুল মোগলটুলী (কাদের মঞ্জিলে) এলাকায় একটি সার্কেল শুরু করেন। ঐ সার্কেলের নাম "জয়"। সার্কেলের শুরু থেকেই জোসনা বেগম উক্ত সার্কেলের একজন নিয়মিত অংশগ্রহণকারী। কিন্তু তিনি মাঝখানে কিছুদিন অনিয়মিত হয়ে পড়েন। একদিন খবর পাওয়া গেল যে, সে বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়েছে। তখন সার্কেলের সদস্যরা তাকে সৎপথে ফিরিয়ে আনার জন্য উদ্যোগী হল। প্রথমে সে এ ব্যাপারে কথা বলতে না চাইলেও পরবর্তীতে সে জানাল যে, অভাবের তাড়নায় বাধ্য হয়েই মাদক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছে। তবে জোসনা বেগম এটা বুঝেন যে এ ব্যবসা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এবং ক্ষতিকর। সার্কেলের অন্যান্য সদস্যসহ প্রতিবেশীরা তাকে মাদকের কুফল সর্ম্পকে অবহিত করার পর সে তার ভুল বুঝতে পারল। সে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে বলল, **"আমার এ ব্যবসার কারণে আমাদের তরুণ ভাইবোনেরা বিপদগামী হচ্ছে এবং দেশের ক্ষতি করেছে তা আমি বুঝতাম না। ভবিষ্যতে আমি নিজেকে এ কাজ থেকে বিরত রাখব"**। তার কর্মসংস্থানের জন্য ঘাসফুল তাকে ঋণ সহায়তা প্রদান করছে। এবং এ ঋণের টাকায় সে ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করছে। এখন তার পরিবারে স্বচ্ছলতা এসেছে এবং তার মধ্যে কোন ভয়, আতংক বা অপরাধবোধ কাজ করছেনা। এ ব্যাপারে এলাকাবাসীর অভিমত, এ এলাকায় ঘাসফুল কার্যক্রম পরিচালনা করায় এলাকাবাসী তাদের বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছে এবং প্রতিবেশির বিপদ-আপদের সময় এগিয়ে আসে। আর এলাকায় কোন ধরণের সমস্যা হলে নিজেরা আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করে।

হিউম্যান রাইটস এডুকেশন প্রোগ্রাম

পোষ্ট টেস্ট ও স্কুল কলেজ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে মিটিং সম্পন্ন

GKNHRIB প্রকল্পের এডভোকেসী টুলস এর মধ্যে একটি হল হিউম্যান রাইটস এডুকেশন প্রোগ্রাম। এই কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্প এলাকার ৪টি স্কুল ও ১টি কলেজে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে ৮ম থেকে একাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের যৌতুকের কুপ্রভাব, নারীর চলাচলে বাধা, নারীর উত্তরাধিকার, স্বামী-স্ত্রীর সুখী সংসার, তালাকের নিয়ম, সালিশের সুফল, কন্যা ও পুত্র সন্তান হওয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, বাল্যবিবাহ এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাঠ্যদানের মাধ্যমে সচেতন করা হয়। এ কার্যক্রম চালু করা পূর্বে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে এই বিষয়ে তাদের ধারণা সম্পর্কে একটি প্রি-টেস্ট নেয়া হয়। প্রি-টেস্টের পর অষ্টম থেকে একাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে হিউম্যান রাইটস সম্পর্কে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৯টা সেশনে পাঠ দান করা হয়। এই পাঠদানের পর ছাত্র-ছাত্রীদের পোস্ট টেষ্ট নেয়া হয়। স্যাম্পলিং/নমুনায়ন পদ্ধতিতে ১০০ জন্য ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে এই পরীক্ষা নেয়া হয়। গত ২১ আগষ্ট খলিল মীর ডিগ্রী কলেজের ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা নেয়ার মধ্যে দিয়ে পোস্ট টেস্ট নেয়ার কার্যক্রম শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে ১৪ সেপ্টেম্বর এ.জে.চৌধুরী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ২১ জন, ১৫ সেপ্টেম্বর আইয়ুব বিবি সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয়ের ১১ জন, ১৭ সেপ্টেম্বর লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়ের ১১ জন, ২৯ সেপ্টেম্বর কালারপোল হাজী মোঃ ওমরা মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ২৭ জন ছাত্র-ছাত্রী এই টেস্টে অংশগ্রহণ করে। একঘন্টা ব্যাপী এই ছাত্র-ছাত্রীরা টেস্টে উল্লেখিত বিষয়ে তারা কি শিখেছে এবং সমাজে তাদের করণীয় সম্পর্কে মতামত প্রদান করে। পোস্ট টেস্ট নেয়ার পুরো কার্যক্রমটি পরিচালনা করেন প্রকল্পের সহকারী সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ ও অফিস সহকারী কাম হিসাব রক্ষক সাইফুদ্দীন আহমেদ। পোষ্ট টেস্ট নেয়া সহ পুরো বৎসর ব্যাপী ক্লাস নেয়ার ব্যাপারে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ ও শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ। এ বৎসরের শেষ নাগাদ বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর পক্ষ থেকে টেস্টে অংশগ্রহণকারী ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। হিউম্যান রাইটস এডুকেশন প্রোগ্রামের আওতায় পোষ্ট টেস্টের পাশাপাশি উল্লেখিত ৪টি স্কুলের ব্যবস্থাপনা পর্ষদের সদস্যদের সাথে প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী মিটিং সম্পন্ন হয়েছে। এতে কমিটির সদস্যরা এই কার্যক্রমকে প্রকল্প মেয়াদ শেষ হলেও চালু রাখার অনুরোধ জানান কারণ হিসেবে তাঁরা বলেন, ছাত্র-ছাত্রীরা এই কার্যক্রমের দ্বারা খুবই উপকৃত হচ্ছে। তারা শুধু পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই নয় দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই কার্যক্রম চালু করার পরামর্শ দেন। তাঁরা আরো বলেন, আপনারা যে বিষয়গুলি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করছেন সে বিষয়গুলি পাঠ্যপুস্তকে আসা উচিত। প্রকল্পের সহকারী সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ স্কুল পর্ষদের সাথে শিক্ষা বোর্ডের আহুত সভায় তা তুলে ধরার জন্য তাদের প্রতি অনুরোধ জানান।

বীমা দাবী পরিশোধ

মানব সেবার সুমহান ব্রত নিয়ে ঘাসফুল ক্ষুদ্র ঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুশাসন প্রভৃতি বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতায় সদস্যের মৃত্যুপরবর্তী সময়ে তার পরিবার যেন আর্থিক দৈন্যদশার শীকার না হন সে লক্ষ্যে ঘাসফুল ২০০৪ সালে

মৃত সাবিনা বেগমের স্বামী নিজাম উদ্দীনের হাতে বীমা দাবী তুলে দিচ্ছেন সাইকেলিক বিভাগের কমিউনিটি মবিলাইজার মর্জিনা বেগম, উপস্থিত ছিলেন সহকারী ব্যবস্থাপক মাহফুজ করিম ও সহকারী কর্মকর্তা টিটন কুমার দাস।

ক্ষুদ্র ঋণের বিপরীতে বীমা পলিসি চালু করে। কোন উপকারভোগী ঋণ থাকা অবস্থায় মারা গেলে উক্ত সদস্যের ঋণের স্থিতি সম্পূর্ণ মাফ হয়ে যাবে, সেই সাথে জমাকৃত সঞ্চয় তাঁর মনোনীত নমিনীকে ফেরত দেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সাবিনা বেগম ও জাহানারা বেগমের নমিনীর হাতে বীমা দাবি তুলে দেওয়া হয়।

গত ১৯ আগষ্ট ঘাসফুল ১২৪(এ) নং সমিতির ৬২ নং সদস্য সাবিনা বেগম মারা যান। তিনি ঘাসফুল থেকে ৫৬২৫/- টাকা গ্রহণ করেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনকভাবে ৩ কিস্তি (৬২৫/- টাকা) পরিশোধের পর তার মৃত্যু হয়। ফলে তার অপরিশোধিত বাকী ৫০০০/- টাকা বীমা দাবি হিসেবে পরিশোধ করা হয় এবং তার সঞ্চয়কৃত ৭৬০/- টাকা তার মনোনীত নমিনী স্বামী নিজাম উদ্দীনের হাতে তুলে দেয়া হয়।

এছাড়া গত ২১ আগস্ট ঘাসফুল ৬৩(ক) নং সমিতির ৯নং সদস্য জাহানারা বেগম বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে ঘাসফুল থেকে ১১,২৫০/- টাকা ঋণ গ্রহন করেন। কিন্তু ২৫ কিস্তি (৬,২৫০/- টাকা) পরিশোধের পর তার মৃত্যু হয়। ফলে তার অপরিশোধিত বাকী ৫,০০০/- টাকা বীমা দাবি হিসেবে পরিশোধ করা হয় এবং তার সঞ্চয়কৃত ৪,৮৩০/- টাকা তার মনোনীত নমিনী স্বামী আলকাজ মিঞার হাতে তুলে দেয়া হয়।

যৌতুকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলুন।

জন্ম নিবন্ধন ও অন্যান্য ইস্যুতে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম

ঘাসফুলের গভর্নেন্স ও এডভোকেসী বিভাগের চলমান কার্যক্রমের আওতায় জন্মনিবন্ধন, নিরাপদ পানিও আইনি সহায়তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত আগষ্ট মাসে ২৯নং ওয়ার্ডে এবং সেপ্টেম্বর মাসে ২৮নং ওয়ার্ডে মোট ২৫টি সমিতিতে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। জন্ম নিবন্ধন কি, এর উপকারীতা, কোথায় কোথায় জন্ম নিবন্ধন করা যায় তা জানিয়ে সমিতি সদস্যদের ও তাদের শিশুদের জন্ম নিবন্ধন করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এর সাথে সাথে এলাকার পানি পরিস্থিতি এবং পানি বিশুদ্ধ করার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সভায় সদস্যদের পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা যেমন যৌতুক, তালাক, নির্যাতন, নারীর উত্তরাধিকার, খোরপোষ, নারীর চলাচল ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। কর্ম এলাকার অসহায় ও ন্যায্য বিচার হতে বঞ্চিত নারীদের পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বিনা খরচে ব্লাস্টের সহযোগীতায় আইনি সহায়তা প্রদান করছে।

উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ নিল ২০ জন সদস্য

গত ২৪ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর লাইভলীহুড বিভাগের পরিচালনাধীন 'উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক পাঁচদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ সংস্থার হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ২০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে উপকার ভোগীদের ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধি করা, বিভিন্ন প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, যুগোপযোগী ব্যবসায়িক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণতার মাধ্যমে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বলিষ্ঠ অংশগ্রহণ প্রভৃতি। ঘাসফুল পরিচালিত সমিতিতে যেসব সদস্য নিয়মিত সঞ্চয়, ঋণ প্রভৃতি কর্মসূচীতে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে কেবলমাত্র তারাই এ প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। প্রশিক্ষণের সবচেয়ে লক্ষণীয় দিক হচ্ছে, এতে তাত্ত্বিক দিকের চেয়ে ব্যবহারিক দিকের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। বিভিন্ন ছবি ও বাস্তব উপকরণ ছাড়াও নির্দিষ্ট কয়েকটি গেমসের মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়বস্তুকে প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে হৃদয়গ্রাহী করে তোলা হয়। তবে এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এ সব অনগ্রসর নারী কেবল নিজের ব্যবসায় নয়, পরিবার, সমাজ তথা জাতীয় অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখছে। এবং সমাজে নিজের একটি স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি করছেন বলে তারা নিজেরাই উল্লেখ করেছেন। এ প্রশিক্ষণে সহায়কের ভূমিকা পালন করেন লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল, সহকারী কর্মকর্তা আবু করিম ছামি উদ্দীন ও গোলাপ ফেরদৌস আরা বেগম।

কৃতি ছাত্রী

তানজিনা আফরিন ২০০৫ সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় চট্টগ্রাম বোর্ডের অধীনে কে.বি. দোভাষ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থেকে জিপিএ ৪.২৫ লাভ করেছে। তার মা মর্জিনা বেগম ঘাসফুলের একজন উন্নয়ন কর্মী এবং বাবা হাফিজুর রহমান একজন চাকুরীজীবি।

কৃতি ছাত্রী

উম্মে হাবিবা (আইরিন) ২০০৫ সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় চট্টগ্রাম বোর্ডের অধীনে খাজা আজমেরী উচ্চ বিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থেকে জিপিএ ৪.৮৮ লাভ করেছে। তার বাবা মফিজুর রহমান বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠন ঘাসফুলের অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত এবং মা খুরশিদ জাহান একজন গৃহিনী।

কৃতি ছাত্র

সাকিব রহমান ২০০৫ সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে রাজউক মডেল স্কুল এন্ড কলেজের বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ ৫.০০ (এ+) লাভ করেছে। সে ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান শামসুন্নাহার রহমান পরাণ ও বিশিষ্ট কর আইনজীবি এবং ঘাসফুলের পৃষ্ঠপোষক মরহুম লুৎফর রহমান এর নাতি। তার বাবা আফতাবুর রহমান জাফরী ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক এবং মা নাজনীন রহমান একজন সফল মহিলা উদ্যোক্তা ও সমাজকর্মী।

রিফ্লেক্ট অধিকার ও জেন্ডার সম্পৃক্তকরণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

'রিফ্লেক্ট অধিকার ও জেন্ডার সম্পৃক্তকরণ' শীর্ষক দুইদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ গত ৭-৮ আগষ্ট ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। বেসিক সার্কেলের ১০ জন সহায়ক এতে অংশগ্রহণ করেন। এতে সহায়কের ভূমিকা পালন করেন সহকারী রিফ্লেক্ট ট্রেইনার শামসুন নাহার সুমি ও ট্যাপ ট্রেইনার সাদ আহমেদ শামীম। রিফ্লেক্ট কর্মসূচী সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও অবহেলিত তথাপি প্রান্তিক নারী সমাজের অধিকার আরো ভালভাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং একই সাথে জেন্ডার বিষয়ক আলোচনাকে কিভাবে এ কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত করা যায় মূলত: তাই আলোচিত হয় উক্ত প্রশিক্ষণে।

ঘাসফুল ও বিসিসিপি'র যৌথ উদ্যোগে (১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্মসূচীর আলোকে স্টেক হোল্ডারদের ভূমিকা ও করণীয় দিক নির্ধারণ, ঐকমত্যের ভিত্তিতে যৌক্তিক ও বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ নির্ধারণ, কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়নে ব্যক্তিগত অধিকার ব্যক্ত করতে পারা প্রভৃতি। এ চারটি উদ্দেশ্যেকে সামনে রেখে যে কর্মসূচী প্রণীত হয়েছে তা হল- আনন্দ, বেদনা, বর্তমান ধারা, কাংখিত আগামী, স্বপ্ন কুড়ানো, কর্ম পরিকল্পনা, উপস্থাপন প্রক্রিয়া ও ব্যক্তিগত অঙ্গীকার ইত্যাদি। কর্মশালার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী। তিনি উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে অত্র প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, আজকের এ কর্মশালায় আপনাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ, মতামত ভবিষ্যতে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। কর্মশালায় আগত ৯নং ওয়ার্ড কমিশনার নুরুল বশর বলেন, এ প্রকল্প অত্র এলাকায় কিশোর-কিশোরীদের জন্য কল্যাণজনক হবে এবং অত্র এলাকায় প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। তিনি এ ধরণের কার্যক্রম হাতে নেয়ায় ঘাসফুল ও বিসিসিপিকে ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সব ধরণের সহায়তার আশ্বাস দেন। মহিলা কমিশনার আরজু শাহাবুদ্দিন এ প্রকল্পকে একটি ভাল উদ্যোগ বলে অভিহিত করেন এবং এ কার্যক্রমের সফলতা কামনা করেন।

এলাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এক ওরিয়েন্টেশন সভা গত ১২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ১৯জন অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া গত ১৫ সেপ্টেম্বর কর্মএলাকার ২৪জন শিক্ষক-শিক্ষিকার সমন্বয়ে এক সেনসাটাইজ কর্মসূচী সম্পন্ন হয়।

প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম

ক্লিনিক : বিগত তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর'০৫) স্থায়ী ক্লিনিক সেশন হয়েছে মোট ১৯টি এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিক সেশন হয়েছে ১৮টি। উক্ত সেশনগুলোর রোগীদের মধ্যে শিশু-১৭৬ জন, মহিলা - ৯১১ জন, এবং পুরুষ-১৬ জন।

টিকা দান কর্মসূচী (ইপিআই) : বিগত তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর'০৫) মহিলা টি.টি গ্রহণ করেছে ৫২৪ জন এবং শিশু টিকা গ্রহীতার সংখ্যা ৭১২ জন।

পরিবার পরিকল্পনা : প্রতিবেদন কালীন সময়ে মোট গ্রহীতার সংখ্যা ২৭২৯ জন। তন্মধ্যে মহিলার সংখ্যা ১৯৯৫ জন এবং পুরুষের সংখ্যা ৭৩৪ জন। এদের মধ্যে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা যথাক্রমে ইনজেকশন ৪৩৩ জন, আইইউডি ১৩ জন এবং স্থায়ী বন্ধ্যাকরণের জন্য ৭ জন মহিলা ও ১জন পুরুষকে অন্যত্র রেফার করা হয়েছে।

নিরাপদ প্রসব : বিগত তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর'০৫) নিরাপদ প্রসবের সংখ্যা ২৬৮জন। তন্মধ্যে ১৫১ জন ছেলে এবং ১১৭ জন মেয়ে।

গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা : বিগত তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর'০৫) সর্বমোট ৮৩টি গার্মেন্টসকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। এবং রোগীর সংখ্যা মোট ৬২৪৪ জন। তন্মধ্যে পুরুষ রোগীর সংখ্যা ১৪১৬ জন এবং মহিলার সংখ্যা ৪৮২৮ জন।

গ্রুপ মিটিং : বিগত তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর'০৫)বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ক ইস্যুতে গ্রুপ মিটিং সম্পন্ন হয়েছে ৮টি। এ মিটিং গুলোতে মোট উপস্থিতি ১৭২ জন। তন্মধ্যে অধিকাংশই মহিলা।

প্রশিক্ষণ-কর্মশালা

ভিতরে :

* সংস্থার লাইভলীহুড বিভাগের পরিচালনাধীন সমিতির সদস্যদের নিয়ে ৬টি 'সমিতি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ' অনুষ্ঠিত হয়। এতে সমিতির সদস্যদেরকে ক্ষুদ্র ঋণ, আয় বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রকল্প, নেতৃত্ব দক্ষতা প্রভৃতি বিষয় সর্ম্পকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বাইরে :

* গত ৩ থেকে ৭ জুলাই, ৩১ জুলাই থেকে ৪ আগষ্ট এবং ৩-৭ সেপ্টেম্বর কোডেক আয়োজিত 'The Modular Training Course on Non-formal Education Program' শীর্ষক প্রশিক্ষণ পটিয়ার ইছানগরস্থ কোডেক সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ গ্রহণ করেন শিক্ষা বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা আলো চক্রবর্তী।

* পিকেএসএফ আয়োজিত পাঁচদিনব্যাপী 'প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ' গত ১৬ থেকে ২০ জুলাই ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন লাইভলীহুড বিভাগের শাখা ব্যবস্থাপক নাজমুল হাসান পাটোয়ারী।

* Save the Children, Australia আয়োজিত 'Psychosocial Protection and Care (Phase-2)' শীর্ষক আটদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ গত ১৬ থেকে ২৩ জুলাই কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন শিক্ষা বিভাগের জুনিয়র অফিসার তাসলিমা আকতার ও গভর্নেন্স ও এডভোকেসী বিভাগের সহকারী কর্মসূচী সংগঠক বুসরা তাবাসসুম রাতুল।

* গত ২৪ জুলাই থেকে ২৭ জুলাই এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ আয়োজিত 'Cluster Training'-এ অংশগ্রহণ করেন সহকারী রিফ্রেশ্ট প্রশিক্ষক সামসুন নাহার।

* গত ৪ থেকে ৬ আগষ্ট উৎস আয়োজিত সেলফ ডিফেন্স সংক্রান্ত 'Wenlde' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন গভর্নেন্স ও এডভোকেসী বিভাগের সহকারী কর্মসূচী সংগঠক বুসরা তাবাসসুম রাতুল।

* গত ৯ থেকে ১০ আগস্ট ইউএসএইড আয়োজিত ' Finance & Administrative Management & Compliance Requirement of USAID Rules and Regulation' প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন Adolecsent Reproductive Health (ARH) প্রকল্পের ফিন্যান্স এন্ড এডমিন অফিসার সাইদুল ইসলাম এবং কর্মসূচী সংগঠক মোস্তাক আহমদ।

* গত ১৩ থেকে ১৮ আগষ্ট Bangladesh Centre for Communination Programs (BCCP) আয়োজিত 'Training on Life Skills Methods on ARH Issues' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন Adolecsent Reproductive Health (ARH) প্রকল্পের কর্মসূচী সংগঠক মোস্তাক আহমদ এবং ফ্যাসিলিটেটর - আসমা আক্তার, পারভীন আকতার, এসলাউল হক ও মাঈনুল হোসেন।

কর্মশালা :

ভিতরে :

* গত ৭ জুলাই ও ১ সেপ্টেম্বর লাইভলীহুড বিভাগের নিয়মিত মাসিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উক্ত বিভাগে কর্মরত সকল কর্মী উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় উক্ত বিভাগের চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হয় এবং বিবিধ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাইরে :

গত ৩১ আগস্ট INCIDIN আয়োজিত ' Coping Mechanism of the Care Providers Working with Sexually Abused & Trafficked Children ' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন শিক্ষা বিভাগের জুনিয়র অফিসার তাসলিমা আকতার।

ডিবেটিং গ্রুপের ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন

ডিবেটিং গ্রুপ সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন ২৫শে আগষ্ট ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। সদস্যদের জড়তা কাটানো এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি করে শিশুতোষ বিষয় নির্বাচন করা হয়। প্রত্যেক সদস্য নির্বাচিত সেই বিষয়ের উপর বক্তব্য প্রদান করে। ৩০ জন সদস্য যে বিষয়ের উপর তাদের বক্তব্য প্রদান করে তা হল: নিজের পরিবার, জীবনের লক্ষ্য ও স্কুল। ঘাসফুল এন এফ পি ই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদব নিয়ে এই ডিবেটিং গ্রুপ গঠন করা হয়। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্ষুদে এই শিক্ষার্থীরা হবে আগামীতে দক্ষ তার্কিক, সুদক্ষ নাগরিক।

এডোলোসেন্ট কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ঘাসফুল শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে এডোলোসেন্টদের নিয়ে এক কর্মশালা সংস্থার হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় এইডস, মাদকদ্রব্যের কুফল, টি.টি টিকা নেয়ার প্রয়োজনীয়তা, জীবনদক্ষতা-এ সব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ কর্মশালার উদ্দেশ্য হচ্ছে উক্ত বিষয়গুলো সর্ম্পকে কিশোর-কিশোরীদেরকে ধারণা দেয়া এবং এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ ২০০৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেছেন : আজকের এই অনুষ্ঠানে বড় অভিনন্দন যাদের প্রাপ্য তারা হলেন বাংলাদেশের এক কোটি দরিদ্র মহিলা। এরা সব ভয় ভীতি সংস্কার উপেক্ষা করে এগিয়ে এসেছেন সংসারের উন্নতি আনার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে। এদের নিষ্ঠা ও সাফল্যের কারণ আজ বাংলাদেশকে পৃথিবীর মানুষ চিনছে। বাংলাদেশকে সম্মান করছে। তারা পৃথিবীকে জানিয়ে দিয়েছে, আমরা গরিব হতে পারি, কিন্তু আমরা সংগ্রামী। জাতিসংঘ মহাসচিবের উক্তি :

"The great challenge before us is to address the constraints that exclude people from fullparticipation in the financial sector. The international Year of Micro credit offers a pivotal opportunity for the international community to engage in a shared commitment to meet this challenge. Together, we can and must build inclusive financial sectors that help people improve their lives."

আমরা আশা করি সরকার এ বিষয়ে অব্যাহত সমর্থন দান করবেন। সরকার, ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন মূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান সহ সর্বোপরি বাংলাদেশের অবহেলিত দরিদ্র জনগোষ্ঠির সমন্বিত সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র সীমার মাত্রা অর্ধেকে নামিয়ে আনার মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য (MDGs) অর্জনের আমাদের সাথে এক যোগে কাজ করে যাবে।

তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট, International Year of Micro credit 2005, দৈনিক ইত্তেফাক ১৫ই জানুয়ারী ২০০৫।

৩য় পৃষ্ঠার পর (আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্রঋণ)

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রণিতব্য ২০০৫ সনের ডায়রী, ক্যালেন্ডার, খাম ও প্যাড ইত্যাদিতে "জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ ২০০৫" সম্পর্কিত শ্লোগান থাকবে।

জাতীয় কমিটি উপরোক্ত কর্মসূচীসমূহ আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। জাতীয় কমিটির আওতায় এ বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিদ্বয় উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে র‍্যালি সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রামাণ্য চিত্র, অডিও-ভিডিও শো ইত্যাদি আয়োজন করবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহ এ বর্ষ উপলক্ষে তাদের নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করবে।

বাংলাদেশে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ উদ্‌যাপনের জন্য ২১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর আহ্বায়ক হচ্ছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পি,কে,এস,এফ। বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রধান, বাংলাদেশ ব্যাংক, সরকারী উচ্চ পর্যায়ের সচিব, ব্যাংক কর্মকর্তারা ও রয়েছেন।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ঘাসফুলও "জাতিসংঘ ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ ২০০৫" উদ্‌যাপন এর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যা অচিরেই বাস্তবায়ন করা হবে। ঘাসফুল মনে করে এই মুহূর্তে সব চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হলো বর্তমানে সকল ক্ষুদ্রপুঁজি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রনয়ন করা। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণরের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি এ প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত পর্বে নিয়ে এসেছেন। আমরা আশা করি এর ফলে ক্ষুদ্রপুঁজির সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আরো বৃদ্ধি পাবে।

গত ১৫ জানুয়ারী ডঃ মুহাম্মদ ইউনুছ জাতিসংঘ

সঞ্চয়ে আনে সমৃদ্ধি

শিশু অধিকার সপ্তাহ'০৫ (১ম পৃষ্ঠার পর)

অভিরাম দাশ তৃতীয় স্থান অর্জন করে। একই দিনে সংস্থার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উক্ত স্কুলের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্ররা চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। 'ক' বিভাগে স্কুলে বর্তমানে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীগণ এবং 'খ' বিভাগে স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীগণ (গ্র্যাজুয়েটগণ) অংশগ্রহণ করে। এ উপলক্ষ্যে জেলা শিশু একাডেমীতে আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঘাসফুল অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়াও শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষ্যে কমিউনিটি ভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচী পালিত হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর NFPE'র ২২টি স্কুলসহ চিলড্রেনস্পেস-এ শিশু অধিকার সপ্তাহ পালিত হয়। এতে সকল শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকগণ স্বতর্স্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। এ উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শিশু অধিকারভিত্তিক নাটক পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অভিভাবকবৃন্দ আশা প্রকাশ করেন যে, এ ধরণের অনুষ্ঠান শিশুদেরকে লেখাপড়ার প্রতি আরো আগ্রহান্বিত ও মনোযোগী করে তুলবে।

ঘাসফুলের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী (শেষ পৃষ্ঠার পর)

এবং উপস্থিত সবাইকে অনুষ্ঠানে স্বাগত জানান। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জনাব শরীফ নবাব হোসেন বলেন, গাছের চারা রোপনের পাশাপাশি পরিচর্যা করা একান্ত দরকার । কোলাগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব নুর আলী চৌধুরী বলেন, ঘাসফুল পরিচালিত স্কুলগুলোর শিক্ষার মান যথেষ্ট ভালো। শিক্ষার্থীদেরকে লেখাপড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করলে তাদের প্রতিভা বিকাশে সহায়ক হবে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব শফিউল হক বলেন, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করে এ ধরণের কর্মসূচী পালন সত্যিই প্রশংসনীয়। উপস্থিত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, গাছের চারা বড় হওয়ার সাথে সাথে তোমরাও বড় হবে এবং দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করবে- এটাই প্রত্যাশা করি। তিনি আরো বলেন, বৃক্ষ এলাকার সৌন্দর্য বর্ধনের পাশাপাশি মানুষের উপকারও করে। তিনি আশা করেন ঘাসফুল সমগ্র পটিয়ায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ করবে। এ ব্যাপারে তিনি উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরণের সহায়তার আশ্বাস দেন। সভাপতির বক্তব্যে শামসুন্নাহার রহমান পরাণ বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে সরকারের পাশাপাশি দেশের উন্নয়নে ঘাসফুল কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শুরুতে ক্ষুদ্র পরিসরে কর্মকান্ড পরিচালনা করলেও বর্তমানে ঘাসফুলের কার্যক্রম বিভিন্ন জায়গায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। উপস্থিত শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, নিয়মিত লেখপাড়া করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে নিজেকে দেশের সুনাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে শিশুর অভিভাবক ও শিক্ষকদের যত্নবান হতে হবে। রোপণকৃত বৃক্ষের পরিচর্যার ব্যাপারে তিনি স্কুল শিক্ষকদের নিয়মিত ফলোআপ করার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি উপস্থিত সকলকে ঘাসফুলের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য অনুরোধ জানান। পুরো অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন শিক্ষা বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক আনজুমান বানু লিমা।

আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিযোগিতায় পঠন-এ ঘাসফুল বেপারীপাড়া স্কুলের পলি ১ম স্থান ও আবিদারপাড়া স্কুলের রূপা ২য় স্থান অর্জন করে এবং লিখন-এ আবিদারপাড়া স্কুলের শিক্ষার্থী রূপা ৩য় স্থান অর্জন করে। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে, প্রতিযোগিতায় আরো কয়েকটি শীর্ষ স্থানীয় সংগঠন অংশগ্রহণ করে।

জাইকা আয়োজিত প্রশিক্ষণে ঘাসফুল কর্মীর সাফল্য

গত ২৩ মে হতে ৫ আগস্ট ২০০৫ পর্যন্ত জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (জাইকা) কর্তৃক আয়োজিত "Group Training Course on Empowerment of Rural Women"-এ ঘাসফুল শিক্ষা বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক আনজুমান বানু লিমা অংশগ্রহণ করেন। জাপান সরকারের আন্তর্জাতিক সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় জাইকা এ প্রশিক্ষণ কোর্সটির আয়োজন করে। উক্ত প্রশিক্ষণে এশিয়া, আফ্রিকাসহ মোট ৯টি দেশের ৯জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন শেষে তাঁর প্রস্তাবিত এ্যাকশন প্ল্যানটি শ্রেষ্ঠ হিসেবে মনোনীত হয় এবং জাইকা উক্ত এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নে ঘাসফুলকে প্রাথমিকভাবে ১ বৎসরের জন্য ২০,০০০ মার্কিন ডলার অনুদান প্রদান করবে বলে জানিয়েছে। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে, জাইকা এই প্রথম বাংলাদেশের কোন বেসরকারী সংগঠনকে সরাসরি অনুদান দেওয়ার অঙ্গীকার প্রদান করল।

জাইকা প্রধান সনদপত্র প্রদান করছেন ঘাসফুল শিক্ষা বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক আনজুমান বানু লিমা

মাদারীপুর লিগ্যাল এইড (শেষ পৃষ্ঠার পর)

ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে শিশু অধিকার, পারিবারিক আইন, অধিকার নিয়ে আয়োজিত মানবাধিকার শিক্ষা সেশনে অংশগ্রহণ করেন। এবং এ বিষয়গুলো সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের ইতিবাচক পরিবর্তনকে তাঁরা সাধুবাদ জানান। এরপর কমিউনিটিতে পরিচালিত পারিবারিক আইন ও মানবাধিকার বিষয়ে অনুষ্ঠিত 'উঠান বৈঠক' পর্যবেক্ষণ করেন। এখানে তারা গ্রামের সাধারণ নারী-পুরুষের সাথে মানবাধিকারের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে মত বিনিময় করেন। পরিদর্শনের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে টিমের সমন্বয়কারী বলেন, ঘাসফুল খুব সফলভাবে মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে এবং এ ধারা ভবিষ্যতে অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এবং আগামী দিনগুলোতে মানবাধিকার বিষয়ক কার্যক্রমে সব রকমের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। ভিজিটিং টিমের এই পরিদর্শন কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন GKNHRIB প্রকল্পের সহকারী সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ।

মরহুম লুৎফুর রহমানের ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

বিগত ১লা আগস্ট সোমবার বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের পৃষ্ঠপোষক ও আজীবন সদস্য এবং বিশিষ্ট কর আইনজীবি মরহুম লুৎফুর রহমানের ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। এ উপলক্ষে পশ্চিম মাদারবাড়ীস্থ ঘাসফুল প্রকল্প কার্যালয়ের বিপরীতে অবস্থিত রেলওয়ে পাম্প হাউস জামে মসজিদে বাদ জোহর মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে মরহুমের বিদেহী রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে, মরহুম লুৎফুর রহমান ১লা ডিসেম্বর১৯২৫ সালে রাজশাহীর নওগাঁ জেলার নেয়ামতপুর উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম বার কাউন্সিলের আয়কর উপদেষ্টা হিসেবে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। প্রধান পেশা ওকালতি হলেও তিনি বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন এবং চট্টগ্রাম চেম্বারের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ঘাসফুলের কার্যক্রম বাস্তবায়নে তিনি সব সময় নেপথ্যে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়াও তিনি একজন একনিষ্ঠ লায়ন, চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল, রোগী কল্যাণ সমিতি এবং পরিবার কল্যাণ সমিতির আজীবন সদস্য ছিলেন। তিনি ২০০০ সালে ১ আগস্ট এ পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে পরলোকগমন করেন।

ঘাসফুলের বাৎসরিক পিকনিক'০৪-০৫ সম্পন্ন

বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠন ঘাসফুলের বাৎসরিক পিকনিক গত ৩০ সেপ্টেম্বর পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারে সম্পন্ন হয়েছে। এতে সংস্থার সকল স্তরের কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন।

পিপিডিপি রিফ্রেসার্স অনুষ্ঠিত

এ্যাকশন এইড বাংলাদেশের পিপিডিপি প্রকল্পের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য 'দুর্যোগ মোকাবেলায় অংশদারিত্ব প্রতিষ্ঠা' ৬ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের একদিন ব্যাপী রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ গত ২২সেপ্টেম্বর সিডব্লিএফডি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঘাসফুলের ৫জন সহায়ক অংশগ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে, দুর্যোগ মোকাবেলা কার্যক্রমকে আরো অংশগ্রহণমূলক ও এ ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্তে সহযোগী সংস্থা এ্যাকশন এইড বিগত জুলাই'০৪ এ রিফ্লেক্ট সার্কেলে উক্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ৪
সংখ্যা ৩
জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০০৫

ঘাসফুলের উদ্যোগে পটিয়ায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী উদযাপন

বিগত ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৫ তারিখে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে পটিয়া উপজেলার কোলাগাঁও ইউনিয়নের ঘাসফুল এরিয়া অফিস প্রাঙ্গনে সংস্থার পরিচালনাধীন ইএসপি স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে নারিকেল গাছের চারা বিতরণ করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পটিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব শফিউল হক। এতে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোলাগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুর আলী চৌধুরী, সহযোগী সংস্থা ব্র্যাকের রিজিওনাল ম্যানেজার শরীফ নবাব হোসেন ও লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মানিক কিশোর মালাকার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী। তিনি বলেন, ঘাসফুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। তিনি আরো বলেন, শিশুরা হচ্ছে জাতির ভবিষ্যত। তাদেরকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে বিশেষ করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর মত কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করলে এলাকাবাসীরাও উদ্বুদ্ধ হবে। আজকের এ কর্মসূচীতে গাছের চারা বিতরণে সহযোগিতা করায় তিনি উপজেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান

ইএসপি স্কুলের একজন শিক্ষার্থীর হাতে গাছের চারা তুলে দিচ্ছেন পটিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার শফিউল হক। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী।

(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

'হটাও কর্পোরেট বাঁচাও গ্যাস, গেট আউট নাইকো'

মানববন্ধন ও আলোচনা সভায় ঘাসফুল

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের অংশগ্রহনে সিডা-র আয়োজনে গত ১৬ আগষ্ট টেংরাটিলা বিস্ফোরণ ও গ্যাস সম্পদ নিয়ে দেশী বিদেশী চক্রান্তের প্রতিবাদে এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধী সকল পিএসসি ও জেভিএ বাতিলের দাবিতে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনে এক মানববন্ধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে বিভিন্ন স্তরের পেশাজীবি, মহিলা, কিশোর-কিশোরীরা ব্যানার, পেষ্টুন ও প্লেকার্ড নিয়ে উপস্থিত হন। মানববন্ধন শেষে আলোচনা সভায় ঘাসফুলের তৃণমূল প্রতিনিধি মিলন বেগম অত্যন্ত সাধারণ ও সাবলীল ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করেন। টেংরাটিলা অগ্নিকান্ডের প্রতিবাদে তার অভিব্যক্তি ব্যক্ত করে বলেন, বস্তিগুলোতে গ্যাস সরবরাহ হয়না। আমরা দরিদ্র মানুষেরা নিজেরাই গ্যাস ব্যবহার করতে পারিনা। আমাদের গ্যাস আগে আমরা ব্যবহার করব, সন্তানদের জন্য জমা রাখব কিন্তু কোন মতেই বিদেশে নিতে দিবনা। যাদের জন্য আজ গ্যাস ক্ষেত্রে আগুন জ্বলছে তাদের কাছ হতে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম নাগরিক উদ্যোগ এর আহ্বায়ক মুহাম্মদ ইদ্রিস। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশ নেন এডভোকেট মনতোষ বড়ুয়া, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মোস্তাক আহমদ, বিএমএ-এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ডা এ কিউ এম সিরাজুল ইসলাম, মহিলা কমিশনার রেহানা কবির রানু, তেল, গ্যাস, বন্দর, বিদ্যুৎ রক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার দেলোয়ার হোসেন মজুমদার, সিডার অর্থ সম্পাদক উৎপল বড়ুয়া এবং এ্যাকশন এইড বাংলাদেশের প্রতিনিধি শিহাব উদ্দিন আহম্মদ। মানববন্ধন ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ ও একাত্মতা প্রকাশ করেন বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী, ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী, এইএসডিই এর নির্বাহী পরিচালক এস এম নাজের হোসাইন, ইপসার প্রধান নির্বাহী আরিফুর রহমান, সি ডব্লিউ এফ ডি, চট্টগ্রাম এর ব্যবস্থাপক কাবেরী বল, ওয়াচ, গ্রীন বাংলাদেশ, আইইডি, দৃষ্টি, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, পার্ক, ইলমা, অপরাজেয় বাংলাদেশ প্রভৃতি সংস্থার প্রতিনিধিরা।

টেংরাটিলা গ্যাস বিস্ফোরণ এর প্রতিবাদে আয়োজিত মানববন্ধনে ঘাসফুলের অংশগ্রহণ।

উপদেষ্টামন্ডলী
শাহানা আনিস
ডেইজি মউদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী

সম্পাদক
শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ আলমগীর

সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
সাখাওয়াত হোসেন মজুমদার
আনজুমান বানু লিমা

'মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশন' এর ঘাসফুলের কার্যক্রম পরিদর্শন'

গত ২৮ ও ২৯ জুলাই মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে সমন্বয়কারী মোঃ ইব্রাহিম মিয়ার নেতৃত্বে ৮ সদস্যের একটি পরিদর্শন টিম ঘাসফুলের কার্যক্রম বিশেষত মানবাধিকার কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য আসেন। পরিদর্শনের শুরুতে আগত সদস্যরা ঘাসফুলের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। ভিজিটিং দলের সদস্যদেরকে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং তারা এ সমস্ত কাজের ভুয়সী প্রশংসা করেন। এছাড়াও বাংলাদেশ টেলিভিশনে (চট্টগ্রাম কেন্দ্র) ঘাসফুলের উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী শিশুদের দ্বারা পরিচালিত চাইল্ড কালচারাল প্রোগ্রাম উপভোগ করেন আগত টিম। এরপর টিমের সদস্যরা মানবাধিকার কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য প্রকল্প এলাকা ৪ নং কোলাগাঁও ইউনিয়নের চাপড়া, কোলাগাঁও ও লাখেরা গ্রামে ভিজিট করেন। ভিজিটিং টিম লাখেরা স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর

স্বেচ্ছাসেবী মানবাধিকার কর্মী লিগ্যাল ও এনএসকে এর সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করছেন মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাবৃন্দ।

(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

সকল স্তরে নারী-পুরুষের সম অংশগ্রহণ সুশাসনের লক্ষণ।

নিউ ভিশন, আলমবাগ, কাজীর দেউড়ী, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত এবং শামসুন্নাহার রহমান পরাণ কর্তৃক ঘাসফুল, ১৩৬১ ডি টি রোড, পশ্চিম মাদারবাড়ী, জিপিও বক্স : ১০৫৭, চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ৭১৪৫১৯, ই-মেইল : ghashful@spnetctg.comতে প্রকাশিত।